ইয়ে করে বিয়ে

প্রেম হল এক প্রকার এমন আগুন, যাতে একবার পা দিলে জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যায় জীবনের মূল্যবান সময়। প্রেম হচ্ছে জ্বালা-যন্ত্রণা। অন্তরের মধ্যে সর্বদা প্রেমিকার কল্পনাই জীবনকে জ্বালিয়ে দেয়, যন্ত্রণা দেয়। তার মধ্যে একটু হাসি-আনন্দ থাকলেও দুঃখ-যন্ত্রণাই আনন্দের তুলনায় অনেক বেশী।
প্রেম হল জ্বলন্ত ধূপের মত, যার শুরু হল আগুন দিয়ে, আর শেষ পরিণতি ছাই দিয়ে। তারই মাঝে সুবাস হল প্রেম-জীবনের মাঝে মাঝে কিছু আনন্দ।
যতনে যাতনা বাড়ে ভালোবাসা এ কেমন, অনিত্য সে অনুরাগ অশান্তির নিকেতন।
ভালোবাসা যা দেয়, তার চেয়ে কেড়ে নেয় বেশী। প্রেম মানুষকে শান্তি দেয়, কিন্তু স্বস্তি দেয় না।

প্রেমের আনন্দ থাকে শুধু স্বল্পক্ষণ, প্রেমের বেদনা থাকে সমস্ত জীবন।
ভালোবাসার এমনি মজা যেমন নাকি ঘি, যাবৎ hot তাবৎ good cold হলেই ছি।

প্রেমিক বন্ধু আমার! জেনে রেখো যে, বিশেষ করে ছাত্রজীবনে প্রেম বর্জন করার মাঝে আছে মহা সফলতা। প্রতিভাবানের প্রতিভার প্রতিভাত ঘটে, যদি সে প্রেমের ফাঁদকে এড়িয়ে চলতে পারে। নচেৎ স্মৃতিমানের স্মৃতিশক্তি নষ্ট করে ভুলাক্কার বানায়, মেধাবীর মেধা নষ্ট করে গাধা বানায় এবং বুদ্ধিমানের বুদ্ধি নষ্ট করে নির্বোধ বানায় ঐ প্রেম। প্রেম আনে ছাত্রজীবনে অসফলতা, প্রেম বয়ে আনে কর্মজীবনে বেকারত্বের চির অভিশাপ এবং ইহ-পরকালে আনে মহা লাঞ্ছনা।

'প্রেম করে পর সনে পাইতেছি এ যাতনা, প্রাণসম ভাবি পরে পর আপন হল না।
না বুঝে মজিলাম পরে না ভাবি কি হবে পরে,
এখন না জানি পরে কতই হবে লাঞ্ছনা।'

অবশ্য যদি বল যে, প্রেম করতে হয় না, তা তো এমনিই হয়ে যায়। তাহলে বলব যে, তা হলেও তাকে হৃদয়ের মাঝে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়ে যত্নের সাথে লালন করা তোমার দায়িত্বে। অতএব সে কাজ বর্জন না করে নিজের উপায়হীনতার কথা উল্লেখ করা উচিত নয়।

ভালোকে সবাই ভালোবাসে। তুমি ভালো হলে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে, তা বলে তার সময় ও সীমা রক্ষা না করে উচ্ছৃঙ্খল হলে তো বিফলতা তোমার সাথে আলিঙ্গন করবে।

তাছাড়া বিবাহ ছাড়া ছেলে-মেয়ের প্রেম তো হারাম। যার সাথে প্রেম করলে গোনাহ হয়, যাকে তাকিয়ে দেখলে পাপ হয়, যার সাথে প্রেমালাপ করলে অন্যায় হয়, তার যিক্র মনে-প্রাণে রেখে পবিত্র, সুন্দর ও উন্নত জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখা কি বৃথা নয়? হয়তো বা একদিন কবির মত বলতে বাধ্য হবে,

'আমি বৃথায় স্বপন করেছি বপন আকাশে, তাই আকাশ-কুসুম করেছি চয়ন হতাশে।'

জেনে রেখো যে, এ জীবনে -বিশেষ করে এই স্পর্শকাতর ক্ষেত্রে- 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতির বড় গুরুত্ব রয়েছে। যে মনে আল্লাহর ভয় আছে, সে মনে অপবিত্র প্রেম বাসা বাঁধতে পারে না। যে ছাত্র পাপমুক্ত, তার মন সুস্থ ও সবল। সে মনের স্মৃতিশক্তি অনেক বেশী। অল্প সময় পড়ে অনেক বেশী সময় মনে থাকে ঐ ছাত্রের পড়া।

এ কথা সত্য যে, তুমি যদি সুচরিত্রবান মেধাবী ছাত্র অথবা ছাত্রী হও, তাহলে সবাই তোমাকে ভালোবাসবে। কিন্তু সেই সুযোগ গ্রহণ করে তোমার মন যেন কোন অবৈধ ভালোবাসাকে প্রশ্রয় না দেয় -সে খেয়াল অবশ্যই রাখবে। আর সর্বদা কবির এই কথা স্মরণে রাখবে,

'গোলাপ ফুল ফুটে আছে মধুপ হোতা যাসনে, ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে।'

প্রেম-পাগলা বন্ধু আমার! ধোকা খেও না অতিরঞ্জিত উপন্যাস ও ফিল্মী-দুনিয়ার রোমান্টিক বিভিন্ন প্রেম-কাহিনী পড়ে ও শুনে। 'প্রেম অনির্বাণ' এ কথা সত্য হলেও তোমার প্রেম যে ঐরূপ বিরল ও রোমান্টিক হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? তুমি তো পুরুষ। পুরুষের মত মনকে সবল কর এবং নিজেকে 'হিরো' করার চেষ্টা করো না। কারণ 'হিরো'কে ফিল্মের ডাইরেক্টর কায়দা ক'রে প্রত্যেক বিপদ থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে তাকে প্রেমে জয়যুক্ত করবে। কিন্তু তোমাকে কে বাঁচাবে?

পক্ষান্তরে যদি কোন সুন্দরী তোমাকে অযাচিতভাবে প্রেম নিবেদন করে, তবুও তুমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করে এমন 'ইঁদুর-মারা কল'-এ পা দিও না। নচেৎ প্রেমিক কবি হওয়ার বদলে নিজের প্রতিভাই হারিয়ে বসবে।

হ্যাঁ, আর 'ইয়ে করে বিয়ে' অর্থাৎ পরিচয় থেকে প্রণয় এবং প্রণয় থেকে পরিণয় হওয়ার কথা ভাবছ? এমন বিবাহকে 'পছন্দ করে বিবাহ' নাম দিলেও আসলে তা হল ইউরোপীয় 'কোর্টশীপ' প্রথা। যা কোন মুসলিমের জন্য বৈধ ও শোভনীয় নয়। সূদের নাম পরিবর্তন করে 'লভ্যাংশ' বললে যেমন সূদ হালাল হয় না, ঠিক তেমনি বিয়ের আগে অবৈধ প্রণয়ে ফেঁসে, চোখ, হাত, জিভ, পা ও যৌনাঙ্গের ব্যভিচার করে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিয়ে করাকে 'লাভ-ম্যারেজ' বা 'পছন্দ করে বিয়ে' নাম দিলে তা হালাল হয়ে যায় না। ইসলাম পছন্দ করে বিয়েকে বিধিবদ্ধ করেছে এবং বিয়ের আগে কনেকে একবার দেখে নিতে অনুমতি দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিয়ের আগে হৃদয়ের আদান-প্রদানের মাধ্যমে প্রেম সৃষ্টির জন্য বর-কনের হাতে ডোর ছেড়ে দেয়নি। যেমন উভয়ের মধ্যে কারো তার বিবাহে অসম্মতি থাকলে জোরপূর্বক বিবাহ-বন্ধনকে ইসলাম অনুমোদন ও স্বীকৃতিই দেয় না।

কুলকুল-তান যৌবনের যুবক বন্ধু আমার! যদি কাউকে ভালো লেগেই যায়, তাহলে হালাল ও বিধেয় উপায়ে তাকে পাওয়ার চেষ্টা কর। আর ভেবো না যে, প্রেম করে বিয়ে বেশী সুখময়। বরং বিয়ে করলেই দায়িত্ববোধের সাথে প্রেমের চেতনা অধিক বাড়ে। এ পবিত্র প্রেমে কোন প্রকার ধোকা থাকে না, থাকে না কোন প্রকার অভিনয় ও কপটতা। যে নির্মল প্রেমে থাকে দায়িত্বশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা। আর এ জন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী নবী ﷺ বলেন, "প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য বিবাহের মত অন্য কিছু (বিকল্প) নেই।" *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৫২০০ নং)*

গোপন-প্রেমিক বন্ধু আমার! ভালোবাসার নামে একজন উদাসীনা তরুণীকে গোপনে তার পিত্রালয় থেকে বের করে এনে কোর্টে অথবা কোন জায়গায় কোন মুন্সীকে ৫০/ ১০০ টাকা দিয়ে তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই বিয়ে পড়িয়ে নিয়ে ঘরের বউ করে তুলে আনলে, সে যে তোমার জন্য হালাল হবে না, তা তুমি জান কি? মহানবী ﷺ বলেন, "যে নারী তার অভিভাবকের সম্মতি ছাড়াই নিজে নিজে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, বাতিল, বাতিল।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী, মিশকাত ৩১৩১ নং)*

অর্থাৎ, ঐ বউ নিয়ে সংসার করলে চির জীবন ব্যভিচার করা হবে। যেমন ব্যভিচার হবে স্ত্রী থাকতে আপন শালীর প্রেম অনির্বাণ রাখতে গিয়ে তাকেও বউ করে ঘরে আনলে। যেমন দারুণ স্পর্শকাতর 'ঢাকঢাক গুড়গুড়' পরিস্থিতিতে প্রিয়ার গর্ভে সন্তান ধারণ করা অবস্থায় গোপনে চটপট লজ্জা ঢাকার জন্য বিয়ে পড়িয়ে ফেলা হলেও তাকে নিয়ে সংসার বৈধ নয়। কারণ, বিবাহের পূর্বে বর-কনেকে 'কোর্টশীপ' বা হৃদয়ের আদান-প্রদানের কোন সুযোগ ইসলাম দেয়নি। আর সেক্সী কোন 'টেস্ট্-পরীক্ষা' তো নয়ই। অবশ্য উভয়ের জন্য একে অপরকে কেবল দেখে নেওয়ার অনুমতি আছে। তাছাড়া মহিলার গর্ভাবস্থায় বিবাহ-বন্ধন শুদ্ধ হয় না। সন্তান-প্রসবের পরই বিবাহ সম্ভব; যদিও সন্তান ঐ প্রেমিকেরই, যার সহিত প্রেমিকার বিবাহ হচ্ছে। বর্তমান পরিবেশে বিবাহ ও তালাককে এক প্রকার 'খেলা' মনে করা হলেও, আসলে তা কিন্তু ঐ ধরনের কোন 'খেলা' নয়। সুতরাং নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী প্রয়োগ করতে চাইলে আল্লাহর বিধানে তা বাতিল গণ্য হবে।

জেনে রাখা ভালো যে, জোরপূর্বক কোন তরুণীকে বিবাহ করলে বিবাহ শুদ্ধ হয় না। যেমন কারো বিবাহিতা স্ত্রীকে ভালোবেসে তুলে এনে তার সম্মতিক্রমে হলেও পূর্ব স্বামী তালাক না দেওয়া পর্যন্ত এবং তার অভিভাবক সম্মতি না দেওয়া পর্যন্ত বিবাহ শুদ্ধ হয় না। তাকে নিয়ে সংসার করলে ব্যভিচার করা হয়। এ ছাড়া ভাইঝি, বোনঝি, সৎ মা, শাশুড়ী প্রভৃতি এগানা নারীর সাথে প্রেম ও ব্যভিচার করা সবচেয়ে বড় পশুত্ব!

প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন প্রেমিক তার প্রেমিকাকে তার আসল অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে থাকলে সে বিবাহ শুদ্ধ নয়। তওবার পরে ঐ অভিভাবক সম্মত হলে পুনরায় নতুন মোহরানা দিয়ে বিবাহ-বন্ধন কায়েম করতে (বিয়ে পড়াতে) হবে। পক্ষান্তরে প্রেমিকা যদি তার পক্ষে অগম্যা হয়, তাহলে তাকে বর্জন করে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা জরুরী।

আল্লাহ যুব-সমাজকে হেদায়াত ও সুমতি দিন এবং মুসলিম সমাজকে যাবতীয় অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

আব্দুল হামীদ মাদানী, লেসান্স মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়